

শিরোনামহীন

জাহিদ রামেন

jahid_humanist@yahoo.com

পৃথিবীতে যে দুটি তত্ত্ব কুসংস্কারে পূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে সত্য জানতে সাহায্য করেছে তার একটি যোহান কেপলার কোপার নিকাসের মহাবিশ্বের সূর্য কেন্দ্রিক মডেল ও অন্যটি চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব। ধর্ম বিশ্বাসীরা যদিও সূর্য কেন্দ্রিক মডেল মেনে নিয়ে, ধর্ম গ্রন্থ গুলোয় মহাবিস্ফোরনের কথা কিভাবে রূপক অর্থে আছে তা খোঁজায় ব্যস্ত, তথাপি ধর্ম নামক শব্দ দেহটি কফিন বন্দি হবে বলে চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাস না করে তারা আদম ও গন্ধম ফলের কাহিনীতে বিশ্বাস করে বসে আছে। মানুষকে “প্রাণের বিবর্তন” সম্পর্কে জানাতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্ষায়ে যে উদ্যোগের প্রয়োজন বাংলাদেশে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল নিয়ে লিখতে গিয়ে আহমেদ শরীফ বলেছিলেন, “ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন অতীত মুখী, বিদেশমুখী ও প্রশ্নোত্তরমুখী”। এই বৈশিষ্ট্য গুলোতো এখনও বহাল তব্বিতে রয়েছে। এর উপর এখন এসে চেপেছে এক মুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ভূত। এক মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শ্বাস রোধ করে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষার রূপকথার বিস্তারের ষড়যন্ত্র চলছে। মাদ্রাসার শিক্ষার কথা না হয় বাদই দিলাম, স্কুল- কলেজের পাঠ্য বইতে ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্বটি কখনও বিশ্বাস যোগ্য ভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তুলে ধরা হয়নি। স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদেরকে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাদের অধিকাংশই জানাবে তাদের কাছে বিবর্তন মানে বানর থেকে মানুষের পরিবর্তনের ঝাপসা গল্প মাত্র। যাতে বিশ্বাস করেনা তারা প্রায় সবাই। বর্তমানে আমাদের দেশের শাসন যন্ত্রে মৌলবাদীদের যে দাপট, সে অবস্থায় পাঠ্য পুস্তকে বিবর্তনবাদ নিয়ে নিরপেক্ষ তথ্যমূলক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্তির দাবি বাতুলতা মাত্র। আমি তাই আমার কলামে স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, এই দাবি করা থেকে আপাতত বিরতই থাকছি। ইংরেজিতে প্রাণের বিবর্তন বিষয়ে প্রচুর বই থাকলেও বাংলা ভাষায় এবিষয়ে রচিত বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নেই। আর যে গুলো আছে তাও সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে সহজভাষায় লিখা হয়নি। শুধুমাত্র ভালো বই রচনা আর পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করলেই যে মানুষ ধর্মীয় বাঁধা উপেক্ষা করে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী হবে তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ হতে পারে ব্রিটেন। ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও মনে করে বিবর্তনবাদ একটি ভুল তত্ত্ব। ব্রিটেনের পোসমাউথে গড়ে

তুলা হয়েছে “জেনেসিস মিউজিয়াম” নামক creationist মিউজিয়াম। যেখানে বাচ্চাদের ডাইনোসারের কংকাল দিয়ে খেলার মাধ্যমে শেখানো হয় কেন বিবর্তন বাদ একটি ভুল তত্ত্ব। আপনি ১২ ই ফেব্রুয়ারির বাংলাদেশের তথা কথিত প্রগতিশীল পত্রিকা গুলো খোলে দেখলে দেখবেন এর বেশির ভাগি হয়তো ডারউইন ডেতে ভাবে প্রকাশ করেছে দু-একটি ছোট কলাম(এই রকমই হয়ে আসছে)। চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে কিভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলে আঘাত করেছে কিংবা আজ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনে প্রাকৃতিকে বিভিন্ন Micro বা Macro বিবর্তনের ঘটনাগুলো বিবর্তনের তত্ত্বের সত্যতাকে জোড়ালো করেছে তা উঠে আসে না। প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো ব্যস্ত শুরুরবারে বিশেষ ধর্মীয় সংখ্যা বের করতে কিংবা গরুর হাড়িতে বা মাছের গায়ে খোদাই করে লিখা “আল্লাহ” লিখা পাবার মতো সাজানো ঘটনা প্রকাশে। তাই আপাতত আমাদের ভরসা সেই সব কুসংস্কারমুক্ত -সুশিক্ষিত মানুষ, যারা স্বশিক্ষিত। বার্নার্ড শ’ ঠিকই বলেছিলেন, যারা স্বশিক্ষিত তাদের শিক্ষালয়ে যাবার দরকার নেই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টরেট, মাস্টার্স বা অনার্স করলেই যে কুসংস্কার মুক্ত মানুষ হওয়া যায় না তার উদহারণ আমাদের দেশে ভুরি ভুরি। মানুষকে বুঝাতে হবে বিজ্ঞান শুধু মাত্র একটি শিক্ষার উপকরণ নয়, এটি দৃষ্টি ভঙ্গির অংশ ও বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বুঝাতে কে? সবার কাছে ভালো হবার দুর্বলতা দূরে ঠেলে, এরকম অনেক অপরিণত সত্য প্রকাশের মতো মানুষের সংখ্যা তো আমাদের সমাজে খুবই নগন্য। হুমায়ূন আজাদ দুঃখ করে বলেছিলেন, যে দেশে সত্য প্রকাশ করাই সাহসের পরিচয় সে দেশ যে কী শোচনীয় পযায়ী নেমে গেছে সেটা আমাদের বোঝা উচিত। আমাদের সমাজে এখন সেই মানুষদের দরকার যারা সাহসের সাথে এ সত্যটুকু বলবেন যে, “মানুষ গন্ধম ফল খেয়ে অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে আসেনি। মানুষ অধঃপতিত নয়। এ অধঃপতন তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করিনা। বিবর্তনবাদ যা ডারউইন প্রস্তাব করেছিলেন, যা এখনও সমস্ত মানব জাতি গ্রহন করেনি, তবে বৈজ্ঞানিকভাবে গৃহিত হয়েছে, আমি তাতে বিশ্বাস করি”।

“মুক্ত-মনা” যে আর দশটা বাংলাভাষি অন্তঃজাল থেকে ভিন্ন, তা “মুক্তমনা” আবারো প্রমাণ করলো ইন্টারন্যাশনাল ডারউইন ডেতে বিশেষ পেজ প্রকাশ করে। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় বন্যা আহমেদকে “প্রাণের বিবর্তনের” মতো জটিল বিষয়টি আমার মতো সাধারণ পাঠকদের জন্যে আকর্ষণীয় ভাবে সহজ ও প্রাজ্ঞল ভাষায় প্রকাশের জন্যে। বাংলাভাষি বৃহৎ পাঠক শ্রেণীর কথা মাথায় রেখে ও বিষয়টির গুরুত্ববিবেচনার প্রেক্ষিতে “মুক্ত-মনা” তা গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করবে এই প্রত্যাশা।

মুক্ত-মনাদের শুভেচ্ছা।